Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 42 – 50
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বিষ্ণুদে'র কাব্যে ঐতিহ্যের সুলুক সন্ধান

সুমন সরকার
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
ইমেইল : suman941998sarkar@gmail.com

Keyword
ঐতিহ্য, সন্ধান, কবির দক্ষতা, কবিতায় প্রতিফলন।

Abstract
আলোচ্য প্রবন্ধটিতে ঐতিহ্যের নানাদিক কীভাবে কবি বিষ্ণু দে অনায়াসে তার কাব্যের চারণভূমিতে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন সেই দিকগুলিকে উন্মোচন করা এই প্রবন্ধের বিষয়। খুব স্পষ্ট দেখা যায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত কবি শুধু যে নেয়াড বা আর্টেমিসদের তার কাব্যের প্রানভ্রমরা হিসাবে দেখিয়েছেন এমন নয়। উর্বশী, মেনকারাও তার নায়িকা। তাই কবির প্রাচ্য সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ পান্ডিত্যের প্রতি আমাদের মুগ্ধ হতে হয়। তিনি ঐতিহ্যের কেবলমাত্র লিখিত উপাদান নিয়ে কাব্যে ব্যবহার করেছেন এমন নয়। তার কাব্যে নিখুত ভাবে ঐতিহ্যের অলিখিত স্থাপত্য-ভাস্কর্য, লোককথা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনকে মুন্সিয়ানার সঙ্গে প্রতিফলিত করেছেন তার কবিতার ছত্রে ছত্রে। বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ক্ষয়িষ্ণু সমাজে এই ঐতিহ্যগুলোকে সাহিত্যের অঙ্গনে পুনরায় জাগরিত করা একরকম অনিবার্য ছিল। কারণ সেই সময় মানুষের মধ্যবিত্ত শ্রেণি একধরনের অন্তঃসার শূন্য জীবন নির্বাহ করছিল। তাদের পুনরায় সঞ্জীবিত করার একমাত্র উপায় হল নিজ ঐতিহ্যকে স্মরণ করা। যে কাজটি কবি সুচারু রূপে সম্পাদনা করেছিলেন।

Discussion
'ঐতিহ্য' শব্দটির সাধারণ অর্থ-পরম্পরাগত অতীত কাহিনি যা গৌরব বা ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত। ইতিহ+য থেকে 'ঐতিহ্য' কথাটি এসেছে। ল্যাটিন 'ট্র্যাডার' বা 'ট্র্যাডারার' (হস্তান্তর করা) থেকে ইংরেজি 'Tradition' শব্দটি এসেছে। সাধারণ ভাবে যে কোন জাতির ঐতিহ্যের শেকড় তাঁর ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, শিল্প-সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস, রুচি, জন মানসের মূল্যবোধে নিহিত থাকে। এ কারণেই হেগেল বলেছেন, -

> "হেবজেন ইস্ট হবাজ গেহ্বেজেন ইস্টঃ আমাদের অস্তিত্বের সার-নির্যাস হল আমরা কী ছিলাম।"[১]

সাধারণভাবে ঐতিহ্যকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা -

১. লিখিত ঐতিহ্য
২. অলিখিত ঐতিহ্য বা মৌখিক ঐতিহ্য

লিখিত ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে পুরাণ, মহাকাব্য, গাথাকাব্য যা লিখিত আকারে পাওয়া যায়। শিল্প-ভাস্কর্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য ছাড়াও লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন, হেঁয়ালি বা ছড়া, রূপকথা হল মৌখিক ঐতিহ্য।

ঐতিহ্য যে শুধু জাতির মহান আদর্শের কথায় বলবে এমনটি নয়, জাতির অপমানের কথাও বলে। এর দৃষ্টান্তও বহুল। যেমন- পান্ডবদের কথা বললে কৌরবদের প্রসঙ্গও এসে যায়। বিশ্ব সাহিত্যে ঐতিহ্য এসেছে মহাকবিদের হাতধরে নানা ভাবে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে শেক্সপিয়ার, মিল্টন, ভার্জিল থেকে এলিয়াট, এজরা পাউন্ড, ইয়েটসের সাহিত্যে ঐতিহ্য এসেছে নানাভাবে নানারূপে। তেমনি প্রাচ্য সাহিত্যেও ভাস, কালিদাস, দন্ডি, ভারবি, জয়দেব থেকে মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে সকলেই ঐতিহ্যকে কালের প্রেক্ষিতে তাঁদের সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন।

> "মূলত ক্ষণভঙ্গুর বর্তমানের প্রতিপক্ষ চিরায়ত্বকে বাঁধবার তাগিতেই ঐতিহ্যিক প্রতীক এসে যায়- যাতে স্থায়িত্বকে পুনরায় সংগঠিত করার ও স্থিরতার প্রতি আবেগ ধরা পড়ে।"[২]

বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যভুবন জুড়ে ঐতিহ্যকে নবভাবে ব্যবহার করেছেন সমকালের ভাবধারায়। যেহেতু তাঁর সাহিত্য সাধনার সময় বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের বাতাবরণ, মানুষের উগ্রকামনার ফলস্বরূপ ধ্বংস, অর্থনৈতিক মন্দা যা জন্ম দিয়েছিল মানসিক দোলাচলতার। তাই কবি ফুল নিয়ে কাব্যসাধনায় রত থাকেননি বরং সমকালের বীভৎসতাকে দেখাতে মনোনিবেশ করলেন অপর গোলার্ধের একদল কবির কাব্যে, যাদের মধ্যে এলিয়াট, ইয়েটস অন্যতম। কবির মানসলোকে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করল এলিয়াটের 'The Waste Land' কাব্যটি। বিশ শতকের অবক্ষয়িত জনজীবনের যথার্থ নিদর্শন এই কাব্যটি ঐতিহ্যকে সমকালের আদলে নির্মাণ করেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় -

> "বছর চারেক পরে আমি 'অয়েস্টল্যান্ড' পড়তে গিয়ে এলিঅটের কবিতায় পুরোপুরি মুগ্ধ হয়ে গেলুম এবং কবিতা ও কবির সঙ্গে সেই সম্মোহনী আত্মতা ঘটল, যা পাঠকের জ্ঞানবুদ্ধির অভাব বা অপরিণতি সত্ত্বেও, কাব্যে বা শিল্প উপভোগের-পরিগ্রহণের-একমাত্র পদ্ধতি।"[৩]

এলিয়াটের মত ঐতিহ্য সচেতনতায় তাঁর আয়ুধ ছিল। এই সচেতনতায় অবিরলভাবে বেদ-উপনিষদের অনুষঙ্গ থেকে লৌকিক বিষয় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শনতত্ত্ব, শিল্পকলা ইত্যাদি নানা উপকরণ তাঁর কাব্যের পথকে ঐতিহ্যানুসন্ধানে ব্রতী করেছে।

> "তাই তাঁর কাব্যে অর্জুনের প্রতীকের সঙ্গে হ্যামলেটের প্রতীক, আর্টেমিসের চিত্রকল্পের সঙ্গে উর্বশীর চিত্রকল্প, যেমন ক্রুবাদুর সংগীতের সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে বারমাস্যা; লোরকা-এলুয়ারের বিপ্লবী চেতনার বিদগ্ধ রুচির ওঁরাও, সাঁওতাল, ছত্রিশগড়ি প্রাণের আদিম উৎসাহ, তেমনি আবার রেনেসাঁসের মোহে মধ্যযুগকে ভোলেননি। আরাগঁ-আপলিনেয়ের হাত ধরে সেখানেও তাঁর গতায়াত।"[৪]

ফলত পাশ্চাত্য ভাবনায় দীক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, স্ব-সংস্কৃতির প্রতি চেতনা বশত কবি, ঐতিহ্যের রবীন্দ্র শুভভাবাপন্ন নির্মীত পথ বদল করে সমকালের দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যভূমিকে নির্মাণ করলেন স্বীয় ধীমত্তা ও নির্বিকল্প শ্রমের দ্বারা যার ফলে কাব্যের চারণভূমি হয়ে উঠল-'বন্ধ্যা'। কবি এই পাঠ নিয়েছেন এলিয়াটের কাছ থেকে। 'Tradition and the Individual Talent' নামাঙ্কিত প্রবন্ধে এলিয়াট জানান-

> "Tradition is not available in succession. He has to get hardened and he wants history."[৫]

এ বিষয়ে সমকালীন কবি সমর সেন জানান-

> "লোকেরা মনে করে, আধুনিক ইংরেজি কবিতার প্রকৃত অগ্রদূত হপকিন্স ও এলিয়ট। এবং এটা মনে করা বাহুল্য নয় যে এলিয়ট তাঁর দুর্বোধ্যতার জন্য নিন্দিত হতেন। এই কবি সভ্যতার পতন সম্পর্কে প্রবলভাবে নিশ্চিত ছিলেন। ধ্বংস ও আতঙ্ক, যুদ্ধ, বেকারি এবং বিপ্লবের এই সময়ে সবকিছুর ক্ষয়ের দিকটিই আমাদের সবচেয়ে আকৃষ্ট করে। জীবনের গৌরবের দিক নয়, ভয় ও ক্লান্তির দিকই আমাদের কাছে বাস্তব। ...এই ক্ষয়ের চেতনারও আছে একটা জোয়ার।"[৬]

ঐতিহ্যের প্রকরণ অনুযায়ী তাঁর কাব্যের ভূ-বিন্যাসের সিংহভাগ জুড়ে আছে লিখিত ঐতিহ্য। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিলিয়ে একদিকে বেদ-উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত থেকে ইলিয়াড-ওডিসি, গ্রীকপুরানের কথা, আর্টেমিস,

হিপোলিটাস, নেপচুন, ভেনাস, নেয়াড, স্যাররসি, ত্রয়লাস, ক্রেসিডা, প্রসারপিনা, অর্ফিউস, পেনেলোপি, হেলেন বা ক্যাসান্ড্রা ইত্যাদি যেমন পাশ্চাত্য চরিত্র আছে তেমনি তাঁর কাব্যে বৈদিক ঊষশী, ঊষা, মাতারিশ্বা, বৃত্র, পর্জন্য, যম, প্রজাপতি, নচিকেতা প্রভৃতি চরিত্রের ব্যবহার দেখা যায়।

তাঁর কাব্যে অনেক বৈদিক অনুষঙ্গ এসেছে কখনও কাব্যের 'ঈষাবাস্য দিবানিশা' নামকরণের মধ্যে আবার 'সোহবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি', ('উর্বশী ও আর্টেমিস'), 'হিরন্ময়েণ পাত্রেণ'('ঈষাবাস্য দিবানিশা') সরাসরি কবিতার নামকরণে। 'ঈসাবাস্য দিবানিশা' কাব্যের কবিতায় নিসর্গ রূপ পরিমন্ডলের সঙ্গে দেশের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুক্তি যুদ্ধের মরণাপন্ন লড়াই এর ছায়াপাত ঘটেছে। শ্লোকটি –

> "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।/তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যাস্বিদ্ ধনম্।।"[৭]

পূর্বলেখ (১৯৪১) কাব্য দুর্যোগের পটভূমিতে লেখা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কেন্দ্রিক সংগ্রাম, ব্রিটিসের দমন, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল ধ্বংসাত্বকরূপ পরিদর্শনে কবি বেদের শান্তি সমাহিত পথের বার্তা না দিয়ে 'হিরন্ময়'কে তিনি যুগের মুক্তিদূত রূপে আহ্বান করেছেন। মুক্তির বাঞ্ছায় কবির প্রার্থনা-

> "তুলে দাও হিরন্ময় ঢাকা/হে যম, হে সূর্য, হে পূষণ।"[৮]

ভয়াল, ধ্বংসাত্মক, অন্তর্মুখী মানসিকতার বশবর্তী হয়ে মানুষ ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিল। তাই কবি জীবনের অপূর্ণতাকে 'হিরন্ময়' ভাবনার অনুষঙ্গ এনে নতুন ভাবে রিক্ততা থেকে পূর্ণতার কথা বললেন -

> "আজ তাই প্রতিদিন প্রেমের পাত্রের হিরণ্য শূণ্যতা/ভ'রে দিক অভ্যাসের জয়ে, এবং আমরাও ফিরে-ফিরে/পাত্রের শূন্যতা ভরি জীবনের স্বরচিত পূর্ণে বারবার।।"[৯]

'অশ্বত্থ'কে বেদের ঋষিরা মায়া বলেছেন -

> "উর্ধ্বমূলোহবাক্শাখ এষোহশ্বত্থঃ সনাতনঃ।"[১০]

কিন্তু কবি একে অস্তিত্ব ও প্রজন্মের প্রতীকায়িত করে সংসারী মানুষের প্রেম ও মোহকে নির্দেশ করেছে। কবি তাই বলেন-

> "আমাদের সত্তা শত অশ্বত্থ তলায় বুলির বাতাসে নিত্য ঝুরু ঝুরু।"[১১]
>
> "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' ও 'অন্বিষ্ট' কাব্যে চারের দশকের দেশভাগ, মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যা, রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার ছবিকে উপনিষদের শ্লোক-'শান্তো দান্ত উপরতস্তি তিক্ষুঃ সমাহিতো/ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।"[১২]

উক্ত শ্লোকটিকে মানসিক শমের জন্য ব্যবহার করে বললেন-

> "ক্লান্ত সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি/ফুটে আছে শান্ত শুচি/সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে/বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত।"[১৩]

'সন্দ্বীপের চর' নামকবিতায় আক্ষেপ ও বিষাদঘন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য কবি আশ্রয় নেন-'অসতো মা সদ্গময়/তমসো মা জ্যোতির্গময়/মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি"[১৪]–এর। তাই কবি বলেন-

> "শান্ত হোক রঙ্গমঞ্চ, ক্ষান্ত হোক কাজির বিচার।"[১৫]

তিনি বেদ বা উপনিষদের উপকরণ নিয়ে বিশ শতকের চার-পাঁচের দশকের অবক্ষয়িত সমাজের কদর্যতা থেকে মুক্তির জন্য নতুন ভাবে দেখালেন। ফলে তাঁর কাব্য ভাবনায় দেখা গেল ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ। এ যেন– 'old wine in a new bottle' –এর পরিচিত প্রবাদের মত।

রামায়ণের সগর রাজার কাহিনির তিনি জড়তাপ্রাপ্ত সগর পুত্রদের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করেলেন। জীবনের সাময়িক পথ রুদ্ধতার নেতিবাচক মন্তব্য করে ইতিবাচক আশার আলো দেখান কবি -

> "শুধু মনে নেই কবে সেই হিম কোন্ দূর কপিল সাগরে/সে কোন ঊর্মিল স্রোতে কতদিন ডুবে গেল, হারাল উদ্দেশ্য।"[১৬]

বিষ্ণু দে নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন, কমিউনিজমের পথেই শ্রমজীবীদের স্বাধিকার ও মুক্তি আসবে। সেই মুক্তির পথপ্রদর্শক-লেনিন। ভগীরথ যেমন পথ দেখিয়ে গঙ্গাকে মর্ত্য পথে সাগর সঙ্গম ঘটান তেমনি রাশিয়ার পথ ধরে একদিন পৃথিবীর

গণমুক্তি ঘটবে। '৭ই নভেম্বর' কবিতায় কবি দেখান-'শ্রমিক জনের/সাগর সঙ্গমে আজ উৎসৃজিত রুশ জনগণ!/তোমাদের ভগীরথ- বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন।'[১৭] বিপ্লবের মধ্যে মুক্তি আসে - এই বিশ্বাস নিয়ে কবি মার্কসবাদের সঙ্গে রূপকথা মিশিয়ে তৈরি করলেন এক নতুন নির্মাণ। যেখানে কবি বলেন-

> "মে-দিনের গানে আসন্নত্রাণে/হে লালকমল হে নীলকমল/নাগপাশ ছেঁড়ো প্রাণ সন্ধানে/স্বর্ণলঙ্কা চুর"[১৯]

জটায়ু সীতাকে রক্ষার্থে যে রাবন কর্তৃক আহত হয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই ঘটনাকে কবি 'চোরাবালি'র মত নৈরাশ্যমূলক কাব্যে তিনি জানান, দুঃসময়েও পরার্থপরতা যেন থাকে। কেননা বেকারত্বের মাঝে জন্ম নেয় হতাশার, যা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। তাই কবি বলেছেন-

> "তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর/কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ু পাখা।'[১৮]

'পূর্বলেখ'-এর 'জন্মাষ্টমী'এবং 'আলেখ্য'র 'জন্মাষ্টমী ১৩৫৪' কবিতাদ্বয়ে পৌরাণিক ত্রিশঙ্কু-এর বিপত্তির কথাকে কলকাতার অন্তঃসারশূন্য নাগরিক জীবনের পটভূমিতে নির্মাণ করে দেখালেন মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ের দুরন্ত তৃষাকে। তবুও কবি স্বপ্ন দেখেন,

> "ত্রিশঙ্কু-র ঘূর্ণমান নরকের দ্বারে/বলো চিত্রগুপ্তের দরবারে/দেখে আসি, তোমাদের ভবিষ্যৎ দিন।"[২০]

কবি তাঁর কাব্যে পৌরাণিক অনুষঙ্গকে সমকালের যুগযাতনার মধ্যে দেখালেও কোথাও যেন প্রচ্ছন্ন আছে আশার আলো। কবির এই কাব্য ভাবনার মূলে এলিয়টের 'The Waste Land' কাব্যের শেষ লাইন – 'Shantih shantih shantih' ভাবনা যেন প্রণোদনা দেয়।

'শিখন্ডীর গান' ('চোরাবালি'), 'উত্তরা সংবাদ'('সন্দ্বীপের চর)', 'এরা সব বিশ্বের পান্ডব' (সংবাদ মূলত কাব্য) প্রভৃতি কাব্য-কবিতায় মহাভারতের চরিত্রের সরাসরি ব্যবহার করেছেন কবি। 'পদধ্বনি' (পূর্বলেখ) কবিতায় পুরাণ ভাবনার অন্তরালে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেমে অর্জুন যেন তিনের দশকের বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রতিরোধ-অক্ষম তাই সে বলে-

> "ক্ষমা করো অতিক্রান্ত জীর্ণ অসূয়ারে।/ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার!/হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গান্ডীব অক্ষয়'"[২১]

এই আশঙ্কিত মনের ভীতির পূর্বরাগ শোনা গেছে এলিয়াটের 'The Weast Land' কাব্যে-

> "What is that noise?" / The wind under the door. / "What is that noise now? /What is the wind doing?" / Nothing again nothing. / Do/You know nothing? / Do you see nothing? / Do you remember / "Nothing?"[২১ক]

বৃহন্নলা চরিত্রটি যেন ছদ্মবেশ, এ যেন বীরের নিষ্প্রাণ রূপ। আসলে এই সত্তা মধ্যবিত্তের তিন ও চারের দশকের পরিচিত মুখ। তাই কবি বলেন-

> "এই শুধু এই মনে হয়,/আমার আনন্দ রাশি মৈত্রী ভাললাগা,/এ আমার কাপুরুষতার গূঢ় ছদ্মবেশ/ছিন্নহস্ত অহিংসার বৃহন্নলা রূপ?"[২২]

মহাভারতের ত্যাগ ও নিঃস্বার্থের এক নাম একলব্য। গুরুর প্রতি ভালবাসা বশত বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে গুরুদক্ষিণা দিয়ে নিঃস্ব হয়েছিল। একলব্য, অর্জুন, দ্রোণাচার্য আসলে রূপক। কবি দেখালেন কীভাবে অযোগ্য মানুষ নিষ্ঠাপ্রাণ মানুষদের দুর্বলতাকে নিয়ে স্থান পেয়ে যায় মহতের দলে। এদের দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয় না। কিন্তু কবি একলব্যের আদর্শকে নতুন সমকাল ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের করে নির্মাণ করে বললেন-

> "একলব্যে জ্যা মুক্ত স্বার্থক।"[২৩]

ইংরেজদের লাগামহীন শোষন, বিশ্বযুদ্ধের পর বিকলাঙ্গ পৃথিবী,

> "মজুতদার'দের সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ইত্যাদি দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে বোঝাতে কবি 'খান্ডব' শব্দকে নিয়ে বললেন-'বিরাট শ্মশান রাজ্য,অগ্নির অশান্ত ভোজ!/এ খান্ডবে কেবা শত্রু কেবা মিত্র!"[২৪]

উলূপি চরিত্র অস্থির চিত্তের প্রতীক। নিছক স্থূল বাসনার তাড়নায় প্রেমহীন জীবন যেন ক্ষণপ্রভা। তাই দামিনী বলে – 'আমারও মেটেনা সাধ তোমার সমুদ্রে যেন মরি, বেঁচে মরি বহু দীর্ঘ বহু আন্দলিত দিবশ-যামিনী।' মধ্যবিত্তের জীবন দেহ বাসনার উর্দ্ধে নয়। বুদ্ধদেবের একটি কবিতায়-'বাসনার বক্ষ মাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন।' কবির কাছে জীবন যেমন-

> "কেটে যায় দিন, জীবন যাত্র মুখর ইতরতায়-/কম্প্র কোটরে বাস।"[২৫]

বিশ শতকের অস্থির সময়ে উলূপী, একলব্য, অর্জুনদের সেই পৌরাণিক মাহাত্ম্য না করে তাদের মধ্যে সংশয়, প্রবৃত্তির তাড়নার ফলে নৈতিক স্খলনে তাদের ট্র্যাজিক পরিণতি দানের মধ্যে দিয়ে তার হয়ে উঠল বিশ শতকের ঘরানার আদলে ক্লান্ত পথিকের দল। তাদের পরিণতি যেন- 'কোথায় পালাবে/ছুটবে বা আর কত/উদাসিন বালি ঢাকবে না পদরেখা/প্রাকপুরাণিক বাল্যবন্ধু যত বিগত সবাই/তুমি অসহায় একা।' বিশ শতকের ভয়ঙ্করতম মুহূর্তে কৃষ্ণ আর অর্জুনকে হতাশা থেকে উত্তরণ করেনা, বলে না- 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাং। ধর্মসংস্থাপনার্থায়...' নৈরাশ্যের নিবির অন্ধকারে দ্রৌপদী অপমানের সাজা হয় না, বরং-'আশার দাঁত চিবিয়ে দেবে দ্রৌপদীর শাড়ি'বা ১৯৪৬-৪৭ কবিতায় কবি যখন বলে- ...ওরা নারীকেও নিয়ে যায়। দ্রৌপদী, সীতার বিচার হয় কিন্তু ব্রাত্য হয় বিশ শতকের নারীরা। অর্থাৎ ধর্মাবতাররা এসে আর নতুন স্বপ্ন দেখাবেন না, একটা বিষণ্ণতার মধ্য দিয়ে, নিরাশার মধ্য দিয়ে প্রহর কাটাতে হয়। যার ফলে অস্থির পর্বে ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থার জন্ম হয়। যেখানে জয়দেব, রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যকে নিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখছেন সেখানে বিষ্ণু দে সমকালের অস্থির পরিস্থিতি, নিরাশা থেকে ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থার কথায় বললেন, এখানেই তাঁর ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ।

গ্রীক মহাকাব্যে ক্রেসিডা ও ট্রয়লাসের প্রেমে বিশ্বাসঘাতিনীর কাজ করেছিল ক্রেসিডা। দায়মিডিসের প্রতি অনুরাগ বশত। এই কাহিনি নিয়ে চসার, শেক্সপীয়ার রেনেসাঁসের যুগে ক্রেসিডার শাস্তি বিধান করেননি, কিন্তু পরবর্তীকালের কবি হেনরিসন ক্রেসিডাকে কুষ্ঠরোগে ভুগিয়ে, ট্রয়লাসের কাছে ভিক্ষা করিয়ে শাস্তি দেন। হেনরিসনের ক্রেসিডাকে ট্রয়লাস চিনতে পারলেও ভাবতে পারেনি, আর বিষ্ণুদের ক্রেসিডাকে দেখে ট্রয়লাস বলে,

> "ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়!/আশ্লেষে তব অনন্ত স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ। / তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।"[২৬]

গ্রীক পুরাণে নেয়াড জলের দেবী। প্রবাহমান নদীতে এদের বাস। 'পর্যাপ্তি' ও 'এপ্রিল' এই দুটি কবিতায় এদের প্রসঙ্গ আছে। 'পর্যাপ্তি' মোহভঙ্গের কবিতা, স্বপ্নের অবসানের কবিতা। তাই কবি 'ওষ্ঠাধররক্তিম আবেগ' ছেড়ে বাস্তবের রুক্ষ মাটির কথা বলেছেন। ঘোষণা করেছেন-'আজ হতে আমার আকাশে / বজ্রপাণি ছড়াবে আপিঙ্গল সংহতির হাসি'। দ্বিপ্রহরে সূর্যের সামনে কবি দেখেছেন, 'নেয়াডের লীলা হল শেষ'। কবি যে নেয়াডকে বাস্তববিমুখ বিচ্ছিন্ন হিসেবেই দেখেছেন। মধ্যবিত্তের পলায়নবাদী বাস্তববিমুখ মানসিকতাকে দেখাতেই নেয়াডের প্রসঙ্গ এনেছেন। সমকালের আরেক কবি সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'উটপাখি' কবিতায় এই কথায় বলেছেন-'ফাটা ডিমে তা দিয়ে আর কি ফল পাবে/ মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।/ অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজকে খাবে'।

মৌখিক ঐতিহ্যের লোককাহিনি, প্রবাদ, ছড়া বর্তমানের বীক্ষায় নির্মীত হয়েছে।

> "উইলিয়াম আর্চারে–এর মতো লোকবিজ্ঞানীর সান্নিধ্যে তিনি লোকজীবনের প্রতি আকর্ষণে রচনা করেন সাঁওতাল-ওরাও সমাজের গান। আর শিল্পী যামিনী রায়ের সাহচার্যও তাঁর চেতনায় সঞ্চারিত করেছিল লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহ এবং আবেগ।"[২৭]

লৌকিক রূপকথার কাহিনির মোটিফগুলি কবি তার কবিতায় জনমানসের অন্বেষে-আকুতিতে, শোষণ মুক্ত মানব সমাজের স্বপ্নে বারবার ব্যবহার করেছেন। রাক্ষস নিধনকারী লালকমল-নীলকমল-এর কাহিনি, সুয়োরানী-দুয়োরানীর গল্প, সাত ভাই চম্পা ও পারুলের রূপকথা, রাজকন্যার মুক্তি প্রতিক্ষা, আরব্য রজনীর আলাদিনের মায়ার প্রদীপ জড়িয়ে আছে বর্তমানের বীক্ষত বেদনায়, তাই সমকালের প্রেক্ষিতে কবি বলেন,

> "রূপকথা বুঝি এই ভাবেই ইতিহাসটাই / পালটিয়ে দেয় অদৃশ্য কয় পালকে।"[২৮]

বাংলাদেশের জাগরণে শোষণের অবসানে শ্রেণিহীন সমাজের দর্শনে অনুপ্রাণিত কবি অপেক্ষা করেন, জনজাগরণের জন্য; এই জাগরণ বিশ্ববীক্ষায় পর্যবসিত হয়। তাই কবি সাত ভাই চম্পার কাহিনি নিয়ে লিখলেন -

> "নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা/চীনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ার লেখা, /চম্পা, তোমায় চিনেছিল সিংহলও।"[২৯]

লোকগানের বিভিন্ন শাখা-পাঁচালি, গম্ভীরা, জারি-সারি ইত্যাদি নানাভাবে এসেছে তাঁর কাব্যে । নাগরিক জীবনের জটিলতা, কৃত্রিমতা, পণ্যলুব্ধতায় অতৃপ্ত মনের কথা উঠে এসেছে –

> "উদ্‌ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা/নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।"[৩০]

তাই চিত্তের প্রশান্তির জন্য কবি 'বৈকালি' কবিতার শরীরে বোনে রূপকথার বর্ণিল নকশা। কবির প্রাণে আশার সঞ্চার হয় তেপান্তর অতিক্রান্ত রাজপুত্রের অভিযানে, তাই কবি বলেন,

> "ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষা চঞ্চল/নাসাপুত উদ্ধত/সে কোন পাহাড়ে চলেছে, নীলকমল/ বলো কি তোমার ব্রত"?[৩১]

নীল আন্দোলন থেকে বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল পর্বে নানান আন্দোলন, বিপর্যয়কে কবি লোকছড়ার উপকরণ নিয়ে সাম্য বাদের সুর দিয়েছেন-

> "কত বুলবুলি কত ধান, /কত মা গাইল বর্গীর গান, /তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ/এ জনতার-/কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি আর কামার।"[৩২]

পুঁজিবাদী মানসিকতা শ্রেণি বৈষম্য তৈরি করে তাই মার্কসবাদী দর্শনে দীক্ষিত কবি কবিতায় প্রতিবাদ করলেন। কবির অভিনবত্ব মার্কসবাদের সঙ্গে লোকছড়ার মিশ্রণ। অপর এককবি দীনেশ দাস 'কাস্তে' কবিতায় পুঁজিবাদের বিপরীতে সর্বহারাদের সতর্ক করেই বললেন-

'বেয়নেট হোক যত ধারালো-/কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু!/শেল আর বোম হোক ভারালো/কাস্তেটা শান দিয়ো, বন্ধু'। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কাব্যগ্রন্থের 'এরা ও ওরা' সাঁওতাল পরগণার রিখিয়ার পটভূমিতে 'এরা' হল বেড়াতে আসা চেঞ্জার, 'ওরা' আদিবাসী। তাই কবি এদের পার্থক্য করতে দেখান-'তাই এরা মুগ্ধ, এরা বসন্তের মাঠের পথিক।/আর ওরা কী উৎসাহে ফুল-ফল বীজ তোলে ঘরে।/সমস্ত কুড়ায়, যাবে কটা মাস মহুয়ার বরে। 'তারপর কবি শেষ স্তবকে বিভেদের বেদনা ও অনায্যতাকে স্পষ্ট করে দিয়ে বললেন,

> "অথচ সবাই এক, উভয়েই একটি প্রকৃতি, /শুধু আমদের শিল্প মূল্যাদানে গেছে মূল ভুলে-"[৩৩]

সমকালীন চার-পাঁচের দশকের অবক্ষয়িত মনের গ্লানি ভুলতে আনন্দবিধানের জন্য কবি শৈশবের কল্পনা ঘেঁষা রূপকথার দ্বারস্থ হলেন আর নাগরিক জীবনের কোলাহল থেকে বাঁচতে সরল আদিবাসীদের জীবনের অকৃত্রিম প্রাণবন্ততা থেকে আনন্দের রসদ সংগ্রহ করলেন, যার ফলে কাব্য যেমন আদি ঐতিহ্যের আস্বাদন করেছে তেমনি লোক উপাদানে কাব্য হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্য পূর্ণ। যদিও রবি ঠাকুর এর আগে 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে জানান,

> "সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা আছে, ...সাহিত্যের যে অংশে সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকাটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে।"[৩৪]

পাশ্চাত্যে 'উর্বশী ও আর্টেমিস[৩৫] কবিতায় কবি দেখান,

> "আর্টেমিস, হিপলিতসেরে/সঞ্জীবনী দিলে তো সেবার।/আর্টেমিস, প্রার্থনা আমার।"[৩৬]

এ কবিতায় এক অর্থলোভী সভ্যতার সুখ ভোগ মগ্নতার থেকে উত্তরণ চেয়েছেন কবি। আর আর্টেমিস সেই পরিত্রাণের প্রতীক। এখানে পশুত্ব থেকে মানবিকতায় উত্তরণের ছবি দেখানো হয়েছে। কাসান্দ্রার ভবিষ্যত বাণী কেও না শোনায় লুকিয়ে থাকা গ্রীক সৈন্যই তাদের ধ্বংস করেছিল। সেই ঘটনাকে কবি কাব্যে দেখান, যেখানে-ধ্বংসোন্মুখ ধনিক সমাজের উদ্দেশ্যে বিষ্ণু দে বহুবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, যার প্রমাণ কাসান্দ্রার কবিতা গুচ্ছ।[৩৭]

ঐতিহ্যের দুটি শাখা - লিখিত বা মৌখিক ঐতিহ্যের নানা উপকরণ নিয়ে কবি তাঁর কাব্যভুবনে এনেছেন বৈচিত্র্য, যার ফলে কাব্যের ভূগোল হয়ে উঠেছে একদিকে যেমন সভ্যতার আদিম অকৃত্রিম জনজীবনের প্রতিচ্ছবি অন্যদিকে জায়মান

কালের রূপ। ঐতিহ্যের নানা শাখাকে ব্যবহারে একদিকে কবির যেমন ঐতিহ্যের প্রতি ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বোঝা যায় বর্তমানের নিঃসঙ্গতা থেকে উত্তরণের জন্যই কবি ঐতিহ্যের অনুসন্ধান এবং তার নতুন নির্মাণ করেছেন। তাই তার কাব্যে দেখা যায় -বিংশ শতকের ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি, নৈরাশ্য, অবক্ষয়িত সমাজ ও লোভের পরিনামকে অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে সমকালের ভাবনায় নতুনভাবে নির্মাণ। যার ফলে তাঁর কাব্যে একদিকে যেমন সমকালের যুগযাতনা আছে, তেমনি যাতনা থেকে মুক্তির আশাও আছে। অর্থাৎ বিরূপকালেও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে কবি তাঁর কাব্য ভাবনাকে তাঁর স্বকীয় যুক্তিবাদী মানসিকতার মানদন্ডে পুনর্নির্মাণ করলেন।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ, বঃসাঃসং, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, ২০০৮, পৃ- প্রাককথন-১
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ও বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম, বিষ্ণু দেঃ কালে কালোত্তরে, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ, ১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা-৯০, আগস্ট ১৯৮২, পৃ.৩৯
৩. সেন, অরুণ ও দে বিষ্ণু, Homage to T.S Eliot(in the sun and the rain), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫, ফিরোজশাহ রোড, ২০০৬, পৃ. ১৬৯ - ১৭০
৪. দীপ্তি, ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, জুন, ২০১১, পৃ. ২২১ - ২২২
৫.http://Socrates.acadiau.ca/courses/engl/rcunningham/winter2020/engl5053_poetics/texts/eliot_tradition.pdf 12/05/23 12.18 p.m
৬. চন্দ, পুলক সম্পাদনা, সমর সেন বিশেষ সংখ্যা, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা-৯, ১৯৮৮, পৃ. ১৭-১৮
১০. ভূতেশানন্দ, স্বামী, উপনিষদ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৩, মহালয়া ১৩৩৯, ২য় অধ্যায়, ৩য় বল্লী ১, পৃ. ২৬৫
১১. দে, বিষ্ণু, বছর পঁচিশ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৯, তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৮৩, পৃ. ৭২
১২. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, উপনিষদ গ্রন্থাবলি ৩, উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৩, মহালয়া ১৩৩৯, পৃ. ৩৬৩
১৩. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা, অন্বিষ্ঠ, জলদাও, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ১২০
১৪. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, উপনিষদ গ্রন্থাবলী- ৩, বৃহদারণ্যক উপনিষদ/৪/৪/২৩/ উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৩, মহালয়া ১৩৩৯, পৃ. ৩৬৩
১৫. দে, বিষ্ণু, কবিতা সমগ্র-১, সন্দ্বীপের চর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ১৯৮৯, পৃ. ১৯২
১৬. দে, বিষ্ণু, বছর পঁচিশ, সমুদ্রের প্রতিবাদ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৯, তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৮৩, পৃ. ৭৩
১৭. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণু দে'র কবিতা সমগ্র-১, সাতভাই চম্পা, ৭ই নভেম্বর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ১৯৮৯, পৃ. ১৭৬
১৮. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা, চোরাবালি, বেকারবিহঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,

কলকাতা-৭৩, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৩১

১৯. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণুদের কবিতা সমগ্র-১, সন্দীপের চর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ১৮ জুলাই, ১৯৮৯, পৃ. ২২৯

২০. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণুদের কবিতা সমগ্র-১, জন্মাষ্টমী ১৩৫৪, আলেখ্য, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ১৯৮৯, পৃ. ৯৯

২১. দ, বিষ্ণু, বিষ্ণুদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৪৯

২১ ক. https://msu.edu/course/eng/362/johnsen/waste.pdf 12/05/23 20.34 p.m

২২. দে, বিষ্ণু, বছর পঁচিশ, চোরাবালি, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৯, ১৩৮৩, পৃ. ৭৫

২৩. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণু দে কবিতা সমগ্র-১, শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্, অন্বিষ্ট, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ১৮ জুলাই, ১৯৮৯, পৃ. ২৮১

২৪. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণুদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, এ বড় বিচিত্র দেশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ২০২

২৫. দে, বিষ্ণু, বছর পঁচিশ, চোরাবালি, বিশ্ববাণী প্রকাশিনী, ৭৯/১বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৯, ১৩৮৩, পৃ. ৭৩

২৬. তদেব, পৃ. ৩৫

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা, বিষ্ণুদের কবিতায় লৌক ঐতিহ্যঃ প্রসঙ্গে অনুষঙ্গে, বিষ্ণু দে, মনন ও মনীষা, বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরশঙ্কর সম্পাদনা, চন্দ্রমানস পত্রিকা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৪০

২৮. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণুদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সাতভাই চম্পা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৭৬

২৯. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণুদের কবিতা সমগ্র-২, চতুর্দশপদী সনেট, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ১৮ জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ১০০

৩০. দে, বিষ্ণু, বছর পঁচিশ, সাত ভাই চম্পা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৯, ১৩৮৩, পৃ. ৪২৭

৩১. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণুদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বৈখালি, পূর্বলেখ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃ. ৪২

৩২. দে, বিষ্ণু, বছর পঁচিশ, সাতভাই চম্পা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৯, ১৩৮৩, পৃ. ৪২৭

৩৩. দে, বিষ্ণু, বছর পঁচিশ, স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৯, ১৩৮৩, পৃ. ২১

৩৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গ্রাম্য সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫ খন্ড, পঃবঃ বাংলা আকাদেমি, ১/১, এ জি সি বোস রোড, লালা লাজপত রায় সরণি, কলকাতা-২০, ২০১৬, পৃ. ২২৭

৩৫. আর্টেমিস চন্দ্রের দেবতা।

৩৬. দে, বিষ্ণু, বিষ্ণুদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ২২

৩৭. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ১৯৯

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১. দে বাণী রঞ্জন, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অনুপ্রাণনায় পাঁচজন আধুনিক কবি, বঃ সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, ২০০৮
২. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার সম্পাদনা, বিষ্ণুদের সাহিত্য সত্তার সন্ধানে, সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে, ১১ রাজা রামমোহন রায় রোড, নবপল্লী, বারাসাত, কলকাতা-১২৬, মার্চ, ২০১১